R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

দাদাঠাকুরের
সেরা বিদূষক
(১ম ও ২য় খণ্ড)
মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা।
১২৫ টাকা পাঠালে দু'খণ্ড রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানো হবে।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২২২৫

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৫ সাল।
৩রা জুন, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

জোটে ক্ষতি বিজেপির, চতুর্থ তৃণমূল, দুর্দিনেও এগিয়ে কংগ্রেস

পঞ্চায়েতে মহকুমায় বামেরা অপ্রতিরোধ্য

বিশেষ সংবাদদাতা : রাজ্যের সদ্যসমাপ্ত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহকুমার সর্বত্র সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের বিজয়রথের সামনে বিরোধীরা ধরাশায়ী হয়েছেন। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসাবে '৯৩ এর তুলনায় বামবিরোধী ভোট সব স্তরেই কমেছে। মহকুমার মোট ৯৮০টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের নির্বাচনে সিপিএম একাই পেয়েছে ৪৫৪টি আসন। আরএসপি, ফঃ বঃ এবং সিপিআই পেয়েছে যথাক্রমে ৬১, ৭ ও ২টি আসন। পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট ১৬৯টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট পেয়েছে ১১৬টি আসন। এর মধ্যে সিপিএম পেয়েছে ১০২টি। জেলা পরিষদের ১৫টি আসনের ১৩টি রয়েছে সিপিএমের দখলে। মহকুমার ৬১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে প্রাথমিক হিসাবে বামফ্রন্ট ৩৪টিতে নিরঙ্কুস সংখ্যাগরিষ্ঠ। সাতটি পঞ্চায়েত সমিতির ফারাক্কা বাদে সবকটিতেই বামফ্রন্টের প্রাধান্য থাকছে। মহকুমায় বিরোধীদের মধ্যে কংগ্রেসের অবস্থা তুলনামূলক ভালো। গ্রাম পঞ্চায়েতে তারা পেয়েছে ৩২০টি আসন, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৪৫টি ও জেলা পরিষদে ৩টি। জোটবদ্ধ বিজেপি তৃণমূল রয়েছে তৃতীয় স্থানে। গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি পেয়েছে ৭৪টি, তৃণমূল ৩৯টি। পঞ্চায়েত সমিতিতে বিজেপি পেয়েছে ৪টি ও তৃণমূল ৩টি। ফারাক্কা সহ বহু জায়গায় জোটের প্রার্থীদের জমানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। '৯৩ এর ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে জোটবদ্ধ হয়ে মহকুমায় বিজেপির আসন কমেছে। '৯৩-এ এককভাবে বিজেপি ১২৬৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০৮টি, ১৮৩টি পঞ্চায়েত সমিতির ৮টিতে জয়ী হয়। এবারে জোটবদ্ধ বিজেপি সেখানে ৯৮০টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের মধ্যে ১১৩টি ও ১৬৯টি পঞ্চায়েত সমিতি আসনের ৭টিতে জয়ী হয়েছে। প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে ফারাক্কায় মোট ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেস ও সিপিএম ২টি করে অঞ্চলে নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েম করলেও ৫টির চিত্র (শেষ পৃষ্ঠায়)

সুতী ১নং ব্লকের হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জেলা পরিষদ আসনে একটি বুথের ফলাফলের উপর মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সুতী ১নং ব্লকের হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জেলা পরিষদ আসনের একটি বুথের ফলাফলে গণ্ডগোলের অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে কংগ্রেস। বুথটি ছিল হাড়োয়া প্রাইমারী স্কুলের ২নং ঘরের ১১নং বুথ। এলাকার প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও বংশবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উমাপতি মণ্ডল জানান, ঐ আসনে তাঁদের প্রার্থী ছিলেন রামপদ মুখার্জী ও বিজেপির তপন রায়। এ ছাড়া সিপিএম ও আরএসপিরও একজন করে প্রার্থী ছিলেন। জেলা পরিষদের ভোট গণনার পর দেখা যায় বিজেপির তপন রায় পেয়েছেন ১টি ভোট ও কংগ্রেসের রামপদ মুখার্জী পেয়েছেন ২০৮টি ভোট। ঐ আসনে ৬ ভোটে কংগ্রেস বামফ্রন্টের প্রার্থীকে পরাজিত করে। বুথের প্রিসাইডিং অফিসার কংগ্রেস প্রার্থীকে সেই মতো সার্টিফিকেটও দেন। কিন্তু পরবর্তীতে বিডিও মারফত মহকুমা শাসকের কাছে যে রিপোর্ট জমা পড়ে তাতে ফলাফল (শেষ পৃষ্ঠায়)

নির্বাচনী চিত্র

(পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনে জঙ্গিপুর সংবাদের প্রতিবেদকরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে হাজির ছিলেন। তাঁদের সংগৃহীত বিভিন্ন সংবাদের সম্মিলিত রূপ নির্বাচনী চিত্র।)

বিডিওর সামনেই প্রশাসনের বিদ্রূপে মুখর বিধায়ক হবিবুর

রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বিডিও এস সি বিশ্বাসের ঘরে বসেই জঙ্গিপুরের বিধায়ক হবিবুর রহমান নির্বাচনের (৩য় পৃষ্ঠায়)

পঞ্চায়েতে ধরাশায়ী

* দীর্ঘ ১০ বছরের ফারাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি ও গত জেলা পরিষদের সিপিএম সদস্য তারিকুল ইসলাম হেরে গেলেন পঞ্চায়েত সমিতিতে।

* মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের কানুপুর অঞ্চলের দীর্ঘ ৩৫ বছরের প্রধান রাধাগোবিন্দ মণ্ডল হেরে গেলেন ঘোড়শালা গ্রামে ৪৩ ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে।

* মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বর্তমান সভাপতি বিজয়ভূষণ সিংহ রায় (২য় পৃষ্ঠায়)

সফল রথী মহারথী

* রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের সভাপতি সি পি এমের প্রাণবন্ধু মাল এবার জেলা পরিষদে। নিকটতম কংগ্রেস প্রার্থী রাজীব ঘোষের সাথে তাঁর ভোটের ব্যবধান ৬৭৬৩।

* শিক্ষক হুমায়ন চৌধুরী সমসেরগঞ্জ থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে জেলা পরিষদে নির্বাচিত হয়েছেন।

* ফারাক্কা ব্লকের তিলডাঙ্গা অঞ্চলের বিতর্কিত হাব্বা শেখ গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হয়েছেন। (২য় পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
বাজলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি ডি ৬৬২০৫

সর্কেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ ততঃ কিম্ ? ॥

ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের সমুচিত উত্তর পাকিস্তান দিয়াছে। পাকিস্তানও পাঁচটি প্রথমে এবং পরে দুইটি বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে বলিয়া খবরে প্রকাশ। সুতরাং পাকিস্তান সপ্তম পরমাণু অস্ত্রাধিকারী দেশ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

গত ১১ই ও ১৩ই মে ভারত রাজস্থানের পোখরাণে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছিল। প্রথম দিন দুইটি এবং দ্বিতীয় দিন তিনটি, মোট পাঁচটি পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটান হয়। অবশ্য ১৯৭৪ সালে ভারত প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপে ভারত আর অগ্রসর হয় নাই। চব্বিশ বৎসর পর পুনরায় বিস্ফোরণ ঘটান হইয়াছে আর এই বিষয়ে ভারত যথেষ্ট সাফল্যও লাভ করিয়াছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীগণ পরমাণু গবেষণার ক্ষেত্রে যে আশাতীত অগ্রগতি ও সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহা অন্যের ঈর্ষণীয় সন্দেহ নাই।

বিস্ফোরণের সংখ্যা ভারত অপেক্ষা বেশী হওয়ায় পাকিস্তান হয়ত বুঝাইতে চায় যে, পরমাণু শক্তির ব্যাপারে ভারত অপেক্ষা সে অনেক উন্নত। যে উদ্দেশ্যই তাহার থাকুক, তাহার পারমাণবিক প্রযুক্তি অনেকটা নিজস্ব নয়, অন্য দেশ হইতে আমদানী করা। ভারতের বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের শ্রমলব্ধ ফল লাভ করিয়াছেন। ভারত স্বল্প পাল্লা, মাঝারি পাল্লা ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকারী। পাকিস্তানের 'ঘাউড়ি' ক্ষেপণাস্ত্রের সমতুল্য জিনিস ভারতেরও আছে। ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এখন হইতে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা একনাগাড়ে চলিতে থাকিবে। ভারত তাহার বক্তব্য স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছে। নিজের নিরাপত্তার কারণে সে এই বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। আর অতঃপর ভারত এইরূপ বিস্ফোরণ ঘটাইবে না, তাহাও বলিয়াছে। পাকিস্তানের বক্তব্য এই বিষয়ে এখনও সুস্পষ্ট নয়।

ভারতের বিস্ফোরণের জন্য সারা পৃথিবীর নানা দেশ নিন্দায় সোচ্চার হইয়াছে। আমেরিকা এবং তাহার অনুগত দেশ সমূহ ভারতকে বিপাকে ফেলিতে ব্যবস্থা লইয়াছে। বিশেষতঃ আর্থিক সহায়তা ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে অনেক দেশ ভারত-বিরোধী হইয়াছে। সে হিসাবে ভারত সাময়িকভাবে হয়ত কিছুটা অসুবিধায় পড়িবে। ইহা জানিয়া-বুঝিয়া কেন্দ্রীয় সরকার আপন বক্তব্য তুলিয়া ধরিয়াছে। পাকিস্তানকে পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্য বিভিন্ন দেশ নিন্দাবাদ করিয়াছে। অবশ্য তাহার সম্পর্কে অর্থনৈতিক অবরোধের কথা শুনা যায় নাই।

কোন কোন বিরোধী দল ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণকে বিজেপি-র রাজনৈতিক ফায়দা লুটিবার প্রয়াস বলিয়া মনে করিতেছে। সরকার যে দেশের নিরাপত্তার কথা বার বার জোর দিয়া বলিতেছে, তাহার উপর গুরুত্ব সেই দলগুলি দিতেছে না। আর প্রতিরক্ষার বিষয়ও ঢাকঢোল পিটাইয়া হওয়া উচিত নয়। পাকিস্তান জনগণের চাপে, না, ভারতকে হুমকি দিতে বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে, সে আলোচনায় যাইবার প্রয়োজন নাই। তবে এই উভয় দেশের এই বিস্ফোরণ কোন্ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবে, তাহা ভবিষ্যতই বলিয়া দিতে পারে।

পঞ্চায়েতে ধরাশায়ী (১ম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েত সমিতিতে পরাজিত।

* রঘুনাথগঞ্জ তথা মহকুমার লড়াকু বিজেপি নেত্রী শ্রীমতী আশালতা সিংহ জরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীকান্তবাটী গ্রাম পঞ্চায়েত নিজের দখলে রাখতে পারলেন না। আশাহত আশালতা।

* সুতী ১নং ব্লকের ৭নং জেলা পরিষদ আসনে সিপিআই (এম) প্রার্থী মহাদেব মাঝির কাছে জেলা পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাধিপতি আরএসপি-র জানে আলম মিঞা পরাজিত হয়েছেন। ভোটের ফলাফলের উপর ঐ আসনের কংগ্রেস প্রার্থী রামপদ মুখার্জী আদলতের দ্বারস্থ হচ্ছেন। এই আসনে জানে আলম মিঞা তৃতীয় স্থানে।

* রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে সিপিএম দলের প্রধান দাবিদার পূর্ণচন্দ্র গোঁচি এবারে পরাজিত।

সফল রথী মহারথী (১ম পৃষ্ঠার পর)

* রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুজাপুর গ্রাম থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেসের বিতর্কিত প্রার্থী মঞ্জুর হোসেন।

জায়গা বিক্রি

জঙ্গিপুর সাহেববাজারে প্রধান রাস্তা লাগোয়া ব্যবসা এবং বাসপোযোগী কিছু ফাঁকা জায়গা বিক্রয় আছে। যোগাযোগের স্থান—

শ্রীরাজারাম মুন্দ্রা, সাহেববাজার
পোঃ জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

নির্বাচনী চিত্র (৩য় পৃষ্ঠার পর)

এজেন্টদের ক্ষোভের মুখে পড়েন। ফলে পাশের দুটি বুথেও (৯৩ ও ৯৬ নং) ভোট গণনা বন্ধ হয়ে যায়। উত্তেজনা চরমে উঠলে ২৯ মে সকালে খাবার আনতে যাবার নাম করে বাইরে এসে ভোটকর্মীরা সেক্টর অফিসে এবং ব্লক অফিসে খবর পাঠান। মহকুমা পুলিশ প্রশাসকের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী ভোটকর্মীদের উদ্ধার করে নিয়ে এসে রঘুনাথগঞ্জ ২ নং ব্লকের অফিসে দুপুর থেকে ভোট গণনার কাজ শুরু করে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতটি সিপিএম দখল করলেও বিতর্কিত ৯৪ নং বুথে কংগ্রেস প্রার্থী ইসমাইল ২৭ ভোটের ব্যবধানে সিপিএমের মুনিরুল ইসলামকে পরাজিত করেন। আরও জানা যায় ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের কৃষ্ণশাইল, গোবিন্দপুর হাইস্কুল, রাধাকান্তপুর, দীঘিরপাহাড়ের ২টি বুথে ২৮মে গভীর রাত থেকে গন্ডগোল শুরু হয়। বোমাবাজীতে উভয়পক্ষের কয়েকজন আহত হয়। এই পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ভোট গণনা শেষ হয়। পুলিশ প্রশাসন অবস্থা বুঝে ঐ সব বুথের ব্যালট বাক্সসহ পুরো টিম নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লক অফিসে এসে ২৯মে ভোট গণনা শেষ করে। সামসেরগঞ্জ ব্লকে কয়েকটি বুথে গণনা পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে সেখানেও ব্লক অফিসে গণনার কাজ করা হয়।

আক্রান্ত আর এস পি নেতা আসরাফুল হক

ভোটের দিন রাতে উমরপুর অঞ্চলের ১৪৬, ১৪৭ নং বুথে আরএসপি এজেন্টদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করে বাড়ী ফেরার পথে কয়েকজন সমাজবিরোধীর অতর্কিত আক্রমণে আহত হন আরএসপি নেতা আসরাফুল হক। জঙ্গিপুর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার সঙ্গী ভাই তোফাজ্জুল হককে ছেড়ে দেওয়া হলেও গুরুতর আসরাফুল হকের মাথা ফেটে যায় ও দাঁত ভেঙ্গে যায়। এ নিয়ে নির্বাচনে কোনো উত্তেজনা সৃষ্টি না করার জন্য পুলিশকে কোনো অভিযোগ করা না হলেও রঘুনাথগঞ্জ থানাকে মৌখিকভাবে এ ঘটনার কথা জানানো হয়েছে।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরে ফাঁসিতলায় মেন রাস্তা লাগা আমার স্বত্ব দখলীয় দশ কাঠা জমি, পাকা দোতলা বাড়ী ('মীরা ভবন' যাহাতে রঘুনাথগঞ্জ পোষ্ট অফিস ভাড়ায় ছিল) সহ বিক্রয় করিব। যোগাযোগ করুন।

অরুণকুমার দাস—রঘুনাথগঞ্জ।

মুখর বিধায়ক হবিবুর (১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের ব্যর্থতা নিয়ে সরব হলেন ২৮ মে অর্থাৎ ভোটের দিন বেলা ১২ টায়। হবিবুরের মতে সরকারের ব্যবস্থা বাহ্যত চমৎকার, কার্যত তা অন্তঃসারশূন্য। সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীধরপুর গ্রামের দুই প্রার্থীকে নিয়ে বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়ে তিনি আমাদের পত্রিকার প্রতিনিধিদের বললেন শ্রীধরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৯ ও ২০ নং বুথে সকালে ভোট শুরু হবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই কুখ্যাত সমাজবিরোধী এজা সেখের নেতৃত্বে সিপিএম বাহিনী বোমাবাজি শুরু করে। বোমার আঘাতে কংগ্রেস কর্মী হাবল সেখের হাত উড়ে যায়। তাকে বহরমপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ১৯ নং বুথের প্রিসাইডিং অফিসার পালিয়ে যান। শুরু হয় ব্যালট পেপার লুঠ। সেক্টর অফিসার পরে নির্বাচনী কাজের দায়িত্ব নেন। কংগ্রেসী প্রার্থী ও তার এজেন্টকে গ্রাম থেকে বোমার ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে কার্যত ফাঁকা মাঠে সিপিএম ভোট করেছে বলে বিধায়কের অভিযোগ। তিনি বলেন 'দক্ষ' প্রশাসন বহু মামলার আসামী ও বডি ওয়ারেন্টযুক্ত এজা সেখকে হাতের নাগালে পেয়েও জামাই আদর করেছে।

অবশেষে নির্বিঘ্নে ভোট হলো সেকেন্দ্রায়

শেষ কবে এভাবে ভোট দিয়েছেন তা স্মরণে নেই সেকেন্দ্রা গ্রামের বয়স্কদের। কেউ বলছেন শেষ ২৫ বছর আগে এভাবে ভোট হতো। এবারে বিএসএফ, ইএফআর এবং রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতিতে সেকেন্দ্রা গ্রামের বুথগুলিতে ভোট হয়েছে শান্তিতেই। নিয়মমতো ভোট কেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের আসতে দেয়নি ইএফআর, যা অন্যান্য বুথে বিরল দৃশ্য। আসলে ২২ মে প্রাক নির্বাচনী সংঘর্ষের পর গ্রামে প্রশাসনের তরফে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তারই জোরে নির্বাচন শান্তিতেই হয়। সেকেন্দ্রা হাইস্কুলের ২৫ নং বুথে বেলা ২ টোয় গিয়ে দেখা গেল বিজেপি প্রার্থী রেবা ঘোষ উপস্থিত রয়েছেন। ৩৩৭টি ভোট পড়ে যাওয়ায় প্রিসাইডিং অফিসার এবং নির্বাচন কর্মীরা কিছুটা বিশ্রামের আমেজেই রয়েছেন। পাশের ২৪ নং বুথ ও ২৬ নং বুথে একটু ভিড় থাকলেও গত লোকসভা নির্বাচনের দিনে অঞ্চলের একমাত্র কংগ্রেসী এজেন্ট প্রকাশচন্দ্র সাহা হাসিমুখেই জানালেন ঠিকভাবেই ভোট হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ গত লোকসভা নির্বাচনে এই সেকেন্দ্রা হাইস্কুলের বুথে নিরাপত্তার অভাব এবং গণতন্ত্রের নামে তামাসার অভিযোগ করার জন্য প্রকাশকে গ্রাম ছাড়া হতে হয়। তবে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে সিপিএম জমানায় প্রথমবার অবাধ ভোট হলেও ভবিষ্যতে নিরাপত্তার কথা ভেবেই ভোট দেবার ক্ষেত্রে অনেকেই সিপিএমকে ভোট দিচ্ছেন। ভোটের ফলেও তা পরিষ্কার। অঞ্চলের ১৯টি আসনের মধ্যে সিপিএম পেয়েছে ১৫টি আসন ও কংগ্রেস পেয়েছে বাকী চারটি (তিনটি দস্তামারায় ও একটি ইমামনগরে)। তৃণমূল-বিজেপি জোট কোনও আসন পায়নি। মিঠিপুরে তৃণমূল নেতা তানজিলুর রহমান অবশ্য বলেছেন অনেক তৃণমূলের ভোটার ভোট পরবর্তী আতঙ্কে ভোট দিতে যাননি। এছাড়া রামেশ্বরপুরে ছাপ্পা ভোট পড়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। শেষ খবরে জানা যায়—সেকেন্দ্রা অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গত ১ জুন রঘুনাথগঞ্জ থানা প্রশাসন স্থানীয় বিএসএফ, প্রধানসহ ভৈরবটোলা, সোনারপাড়া, খেজুরতলা, গিরিয়া, সেকন্দরা ইত্যাদি গ্রামের রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে ১২ জনের একটি শান্তি কমিটি গঠন করেছে।

লটারীর মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ

সাগরদিঘী ব্লকের হরহরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬২ নং বুথে নির্বাচনী ফল গণনার পর দেখা যায় গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেস ও সিপিএম প্রার্থী সমসংখ্যক ভোট পেয়েছেন। পুনরায় গণনা করেও ফল অপরিবর্তিত থাকে। তখন টস করে জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি করা হয়। টসে জিতে সিপিএম প্রার্থী আগামী পাঁচ বছরের জন্য গ্রামের দেখভালের দায়িত্ব পেলেও এভাবে জয়-পরাজয়কে তিনি কংগ্রেস প্রার্থীর সঙ্গে সহাস্যে ভাগ করে নেওয়ার দৃশ্য বর্তমানে বিরল।

কাশিয়াডাঙ্গার গণনা ব্লক অফিসে

ভোটের দিন সকাল থেকেই উত্তেজনা ছিলো কাশিয়াডাঙ্গায়। এর মধ্যে কাশিয়াডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯৪ নং বুথের প্রিসাইডিং অফিসার বাতিল ব্যালট নিয়ে অযথা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। কালির ছাপ থাকায় প্রথমে বাতিল করা দুটি ব্যালট পুনরায় বিবেচনা করতে গিয়ে আটটি ব্যালট বার করে তিনি অযথা কংগ্রেসী (২য় পৃষ্ঠায়)

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

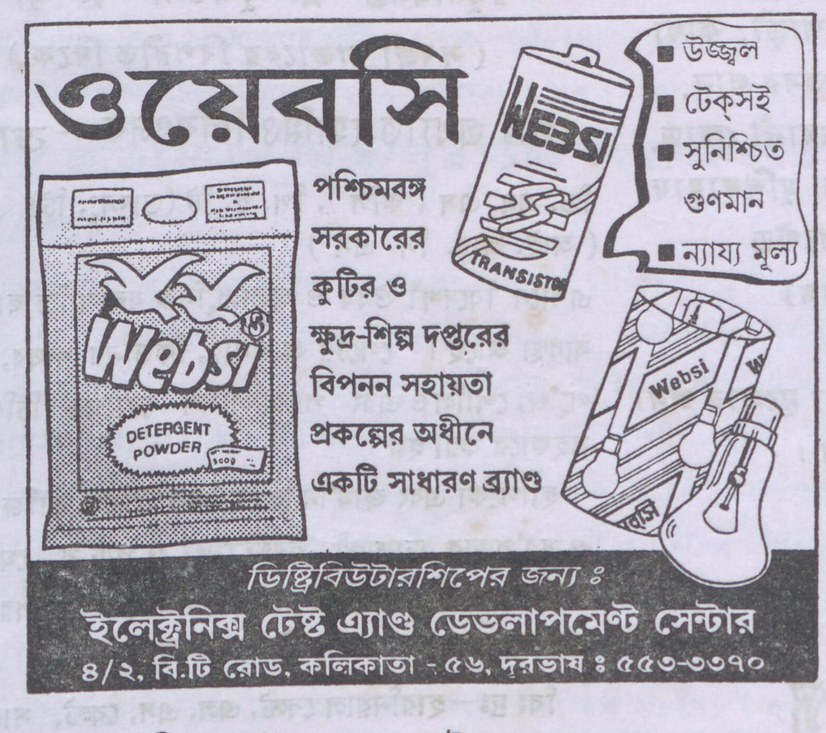

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার)
বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

বামেরা অপ্রতিরোধ্য (১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিষ্কার নয়। এর মধ্যে নয়নসুখে দুই দলই ৯টি করে আসনে জয়ী। এ ছাড়া বেওয়া ১, বেওয়া ২, অর্জুনপুর, ইমামনগরে ত্রিশঙ্কু অবস্থা। ব্লকে তৃণমূল মোট ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে জিতেছে। সামসেরগঞ্জের ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪টিতে সিপিএম এবং ২টিতে কংগ্রেস এককভাবে বোর্ড করলেও ৩টিতে মিলিজুলি অবস্থা থাকছে। সুতী ২নং ব্লকে ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬টিতে সিপিএম ও ৩টি কংগ্রেস নিরঙ্কুশ হলেও একটিতে টাই অবস্থা রয়েছে। সুতী ১নং ব্লকের মোট ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩টিতে সিপিএমের আধিপত্য থাকলেও প্রত্যাশা মতোই হাড়োয়া এবং নুরপুরে কংগ্রেসী আধিপত্য বজায় আছে। বংশবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতে কেউই একক গরিষ্ঠতা পায়নি। রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪টিতে বামফ্রন্ট এককভাবে জিতলেও জরুর এবং মির্জাপুর বামফ্রন্টের হাতছাড়া হয়েছে। অপরদিকে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মোট ১০টি অঞ্চলের ৬টিতে সিপিএম এগিয়ে। জোতকমল ও সেখালীপুরে কোনো দলই একক আধিপত্য পায়নি। সাগরদিঘীতে মোট ১১টি অঞ্চলের ৯টিতে সিপিএম এককভাবে বোর্ড গড়ার অবস্থায় থাকলেও বালিয়া এবং মনিগ্রামে অনিশ্চয়তা থাকছে। '৯৩ এর ফলের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে ত্রিস্তরে সাগরদিঘী, রঘুনাথগঞ্জ ২, সুতী ২ ব্লকে সিপিএমের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। জেলা পরিষদের লড়াইতে ফারাক্কাতে সিপিএমের হাসিনা বিবি, আঃ সালাম,, সামসেরগঞ্জে সিপিএমের নুর মহম্মদ ও কংগ্রেসের হুমায়ুন চৌধুরী, সুতী ২ এ সিপিএমের কণিকা দাস ও কংগ্রেসের ওবাইদুর রহমান, সুতী ১নং ব্লকে কংগ্রেসের মীরা দাস ও সিপিএমের মহাদেব মাঝি, রঘুঃ ১নং ব্লকে সিপিএমের প্রাণবন্ধু মাল ও সঞ্জয় রায়, রঘুঃ ২ ব্লকে সিপিএমের মুনিরা খাতুন ও সাহাদাত হোসেন এবং সাগরদিঘীতে সিপিএমের মরিয়ম হাঁসদা, নিত্যসন্তোষ চৌধুরী এবং বিমল দাস জয়ী হয়েছেন।

ফলাফলের উপর মামলা (১ম পৃষ্ঠার পর)

উল্টো দেখা যায়। অর্থাৎ কংগ্রেস প্রার্থী পেয়েছে ১ ভোট ও বিজেপি পেয়েছে ২০৭টি ভোট। ফলতঃ ঐ আসনে কংগ্রেস সিপিএমের মহাদেব মাঝির কাছে ২০০ ভোটে পরাজিত হয়। কিন্তু কংগ্রেস ২০৭ ভোট পেলে ৭ ভোটে জিতে যায় ঐ জেলা পরিষদ আসনে বলে উমাপতিবাবু জানান। বুথের প্রিসাইডিং অফিসারের সার্টিফিকেট দেখালেও মহকুমা শাসক মণীশ রায় বিডিও মারফৎ যে রিপোর্ট জমা পড়ে তাকেই গুরুত্ব দেন ও বুথের প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্টকে কোন গুরুত্বই দেননি বলে শ্রীমন্ডল জানান। বাধ্য হয়ে ঐ কংগ্রেস প্রার্থী আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন বলে জানা যায়। অন্য দিকে প্রশাসন সূত্রে খবর কংগ্রেস প্রার্থীর অভিযোগ সঠিক ধরে নিলেও তবে ঐ প্রার্থী মহকুমা শাসককে বুথের প্রিসাইডিং অফিসারের কোন সার্টিফিকেট দেখাতে পারেননি। ফলে মহকুমা শাসককে ব্লকের রিপোর্টকেই সঠিক ধরে নিতে হয়।

জেলা রেডক্রশ অনুমোদিত জেলার একমাত্র বেসিক ট্রেনিং (এক বৎসর ও ছয় মাসের) ও হেলথ্ নার্সিং-এর জন্য আবেদন পত্র নেওয়া হচ্ছে। যোগ্যতা—বেসিক ট্রেনিং-এর জন্য মাধ্যমিকে ২য় বিভাগ ও হেলথ্ নার্সিং-এর জন্য নবম শ্রেণী পাশ। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫-৭-৯৮।

যোগাযোগের স্থান—
শ্রীমা শিল্পনিকেতন (মাষ্টারপাড়া)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বাসন্তী ইলেকট্রনিক্স

প্রোঃ কার্তিকচন্দ্র সাহা

সেকন্দরা বাজার, পোঃ গিরিয়া (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২৩১

টেপ, রেডিও, টিভি, ষ্টিরিও, এমারজেন্সী, ইনভার্টার অতি যত্নসহকারে মেরামত করিয়া থাকি। —পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ গনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক— ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক. ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভলুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।